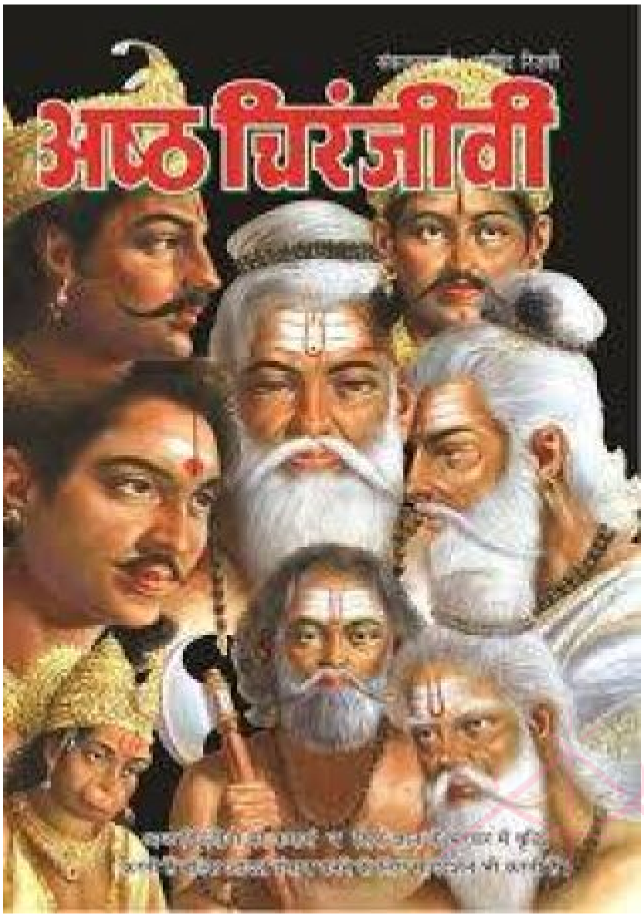

অষ্ট চিরঞ্জীবী

অশ্বথামা বলির্ব্যাসো হনুমানশ্চ বিভীষণঃ।
কৃপঃ পরশুরামশ্চ সপ্তৈতে চিরঞ্জীবিনঃ॥
সপ্তৈতান সংস্মরেন্নিত্যম মার্কণ্ডেয়মথাষ্টমম।
জীবেদ্বর্ষশতম সোপি সর্বব্যাধিবিবর্জিত॥
বাংলা অর্থ –
অশ্বত্থামা, বলি, ব্যাস, হনুমান, বিভীষণ, কৃপা, পরশুরাম – এই সাতজন নিত্য চিরঞ্জীবী। অষ্টম হলেন মার্কণ্ডেয় ঋষি, যিনি শিবের বরে অমর হয়েছেন। তারা সর্বপ্রকার জরা-ব্যাধি থেকে মুক্ত থাকবেন।
অষ্ট চিরঞ্জীবীর পরিচয়
1. অশ্বত্থামা – গুরু দ্রোণের পুত্র, জন্মেছিলেন কপালে মণি নিয়ে। মহাভারতের যুদ্ধে কৌরবপক্ষের হয়ে লড়াই করেন। পাণ্ডববংশ ধ্বংসের চেষ্টায় ব্রহ্মাস্ত্র ব্যবহার করায় শ্রীকৃষ্ণ তার কপালের মণি ছিঁড়ে নেন এবং মহাপ্রলয় পর্যন্ত নিকৃষ্ট জীবনের অভিশাপ দেন।
2. বলি – প্রহ্লাদের নাতি দৈত্যরাজ বলি। বামন অবতারে ভগবান বিষ্ণু তার ভক্তি দেখে পাতালের রাজত্ব দেন এবং অমরত্বের বর দেন। প্রতি বছর একদিন পৃথিবীতে আসেন–কেরালায় ওনাম উৎসবে তাঁর আগমন উদযাপিত হয়।

3. বেদব্যাস □ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস, বেদ বিভাজনকারী ও মহাভারতের রচয়িতা। গণেশ তাঁর মুখ থেকে শুনে মহাভারত লিখেছিলেন। ভগবান বিষ্ণু তাঁকে দীর্ঘায়ু ও চিরঞ্জীবের বর দেন।

4. হনুমান □ পবনপুত্র হনুমান, রামভক্তদের অনন্ত শক্তির প্রতীক। ত্রেতাযুগ থেকে রামনামের স্থানে স্থানে বিরাজ করছেন। রাম-সীতা কর্তৃক অমরত্ব লাভ করেন।5. বিভীষণ □ রাবণের ভাই, কিন্তু ধর্মের পক্ষপাতী। রামকে সহায়তা করে লঙ্কার রাজা হন। রামের বরে অমরত্ব পান এবং পৃথিবীতে থেকে সত্য ও ধর্ম প্রচারের দায়িত্ব পালন করেন।

6. কৃপাচার্য □ মহাভারতের গুরুদের একজন, অশ্বত্থামার মামা। যুদ্ধ শেষে পরীক্ষিতের শিক্ষক হন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে কলিযুগে কল্কিকে শিক্ষা দেওয়ার দায়িত্বসহ অমরত্ব দান করেন।

7. পরশুরাম □ বিষ্ণুর ষষ্ঠ অবতার, ব্রাহ্মণ হয়েও ক্ষত্রিয় প্রবৃত্তির জন্য ‘ব্রাহ্ম-ক্ষত্রিয়’ নামে পরিচিত। শিবপ্রদত্ত কুঠার নিয়ে অন্যায়কারী ক্ষত্রিয়দের দমন করেন। কল্কিকে যুদ্ধশিক্ষা দেওয়ার জন্য অমরত্ব প্রাপ্ত।

8. মার্কণ্ডেয় □ ভৃগুবংশীয় ঋষি, শিবভক্ত। ষোলো বছরে মৃত্যুর পূর্বনির্ধারণ থাকা সত্ত্বেও শিবের তপস্যায় যমরাজ পর্যন্ত ব্যর্থ হন। মহাদেবের বরে অমর হন।

অষ্ট চিরঞ্জীবীদের ভূমিকা:-------

পুরাণে বলা আছে, কল্কি অবতারের সময়ে এরা সবাই কল্কিকে শিক্ষিত, সংগঠিত ও শক্তিশালী করতে সহায়তা করবেন। তবে মহাপ্রলয়ের সময় তাদেরও অবসান হবে, কেবল ত্রিমূর্তি□শিব, বিষ্ণু ও ব্রহ্মা অব্যাহত থাকবেন।